লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরছাড়া করে শান্তি ও স্থীতিশীল বিশ্ব গড়া সম্ভব নয়-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মায়া চৌধুরী

ঢাকা, ১৩ অক্টোবর ২০১৭

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম এমপি বলেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরছাড়া করে শান্তি ও স্থীতিশীল বিশ্ব গড়া সম্ভব নয়। মানুষের নাগরিকত্ব ও বাসস্থান কোন দেশ অস্বীকার করতে পারেনা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে।

তিনি আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আমন্মর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৭ এর উদ্বোধনী আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ সম্ভু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শাহ্ কামাল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহমেদ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহমেদ খান, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী, সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পরিচালক আহমেদুল কবির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘‘দুর্যোগ সহনীয় আবাস গড়ি, নিরাপদে বাস করি’’। দিবসটিকে কেন্দ্র করে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যমত্ম বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পোস্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ, টেলিভিশনে আলোচনা, রাস্তা সজ্জা, প্লেকার্ড প্রদর্শন ইত্যাদি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী বলেন সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের টার্গেট অনুযায়ী এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে ঘরহীন মানুষের সংখ্যা দৃশ্যমান হারে কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। তিন বলেন কোন কোন দেশের স্বেচ্ছাচারিতা ও বর্বরতার কারনে ঘরহীন মানুষের সংখ্যা হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের করখেলাপ। বিশেষত রোহিঙ্গা ইস্যুকে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরহীন করার হীন কর্মের বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। রোহিঙ্গারা মায়ানমারের নাগরিক নয়-মায়ানমার সেনাপ্রধানের এমন বক্তব্যকে নাকচ করে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা দমনের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে জাতিগত দমন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মায়ানমারকে এর দায় নিতে হবে।

মায়া চৌধুরী বলেন বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ঘরহীন মানষকে ঘর দেয়া সরকারের প্রধান কয়েকটি পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম। সরকার এ লক্ষ্য পূরণের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, বন্যাপ্রবণ এলাকায় মানুষের বসত ঘর উঁচু করে দেয়ার প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাসত্মবায়ন করে চলেছে। তিনি বলেন এ বছর বাংলাদেশে ৫টি বড় দুর্যোগ হয়েছে। ঘরহীন থেকে কোন মানুষ মারা যায়নি। প্রত্যেকটি দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে এনে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি তদারকি ও দিকনির্দেশনায় প্রত্যেকটি দুর্যোগ সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করছে বলে তিনি দাবী করেন। তিনি বলেন বলপূর্বক

বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের বাংলাদেশে জায়গা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মাদার অব হিউমিনিটি বা মানব দরদী মা হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছেন। বিশ্বের সামর্থবান দেশগুলো রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দান তো দূরে থাকুক, তাদের প্রতি সমবেদনা না জানিয়ে মানবিকতার উল্টা মেরুতে অবস্থান নিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। রোহিঙ্গাদের কারনে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থীতিশীলতা নষ্ট হলে এর দায় সকল দেশকে নিতে হবে বলে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারন করেন।

(মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান)
সিনিয়র তথ্য অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ০১৯৪৩-৪৪৬৩২৩